প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

নারীবাদী আন্দোলন পৃথিবী ব্যাপী দেখা দেওয়ায় তার অভিঘাত আমাদের দেশেও এসে পড়েছে। ইতিহাস শুধু His story নয় Her Story ও এই দৃষ্টিতে আমরা পুনর্বিবেচনা করছি গোটা ইতিহাসকে । এইভাবে সাহিত্যকে ও সমালোচনা করা হচ্ছে এবং নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি ও গড়ে উঠেছে । সে দিক থেকে রবীন্দ্র সাহিত্য বাংলার সবচেয়ে বৃহৎ সম্পদ, তাকে পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব। এই পুনর্বিবেচনা করতে গেলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কিছু কিছু দিক আমাদের সামনে উদঘাটিত হবে। এই রকম একটা সম্ভাবনা মাথায় রেখে কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ করতে গিয়ে রবীন্দ্র জীবন এবং রবীন্দ্র রচনা যেমন নিয়ম নিষ্ঠ ভাবে পাঠ করা হয়েছে তেমনি তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিকথা বিশেষ করে যে সমস্ত মেয়েরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিল তাঁদের স্মৃতিকথা অধ্যয়ন করা হয়েছে।

রবীন্দ্র সাহিত্য নারী চরিত্রের বিবর্তন এবং রবীন্দ্রনাথের আশিবছর ব্যাপি নারী সম্পর্কিত ভাবনার বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো কাজ হয়নি তা নয় । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বিমান বিহারী মজুমদারের 'হিরোইনস্ অব টেগোর, ও সুতপা ভট্টাচার্যের 'সে নহি নহি'। আরো কিছু উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও প্রবন্ধ পাওয়া গেছে গোলাম মুরশিদের Reluctant Debutante, কেতকী কুশারী ডাইসনের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' হুমায়ুন আজাদের 'নারী', মলিনী ভট্টাচার্য্যের 'নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থে । এই সমস্ত গ্রন্থ গুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি। কিন্তু এ সমস্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার সমগ্র রূপ রেখাটি পাইনি সেগুলিতে সামগ্রিকতার অভাব আছে। অধিকাংশে পাই আংশিকতা, অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনাকে বির্বতমান সমাজ ইতিহাস থেকে বিচ্যুত করে দেখা হয়েছে। একেবারে সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিতে তাঁর রচনার অনগ্রসরতাকে তুলে ধরার ভ্রান্ত চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সব পূর্বসুরীর আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি চেষ্টা করছি রবীন্দ্রনাথের নারী চিন্তার সামগ্রিকতাকে উপস্থাপিত করতে । দেখতে চেষ্টা করছি এই সমগ্রতা সমাজ বির্বতনের দ্বারা প্রভাবিত । সমকালের সামাজিক ভাবনাকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন বটে। কিন্তু সামাজিক পটভূমিকাকে অস্বীকার করেন নি। ফলে কালবিচ্ছিন্ন প্রগতিশীলতা এই আলোচনায় প্রশ্রয় পায়নি, তাঁর নারী চিন্তার সমগ্রতা দেখাতে গিয়ে আমি তাঁর পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিকাশের অভিজ্ঞতা, দেশ বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নানা মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা একদিকে যেমন ব্যবহার করেছি তেমনি অন্যদিকে ব্যবহার করেছি তাঁর চিন্তামূলক রচনা এবং সৃজনশীল রচনা। সৃজনশীল রচনা ব্যবহার করতে গিয়ে যেমন রচয়িতার বক্তব্যের দিকে নজর রেখেছি তেমনি কোন সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি স্রষ্টার পক্ষপাত, কোন চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলো খেয়াল করতে চেষ্টা করেছি। এইভাবে গড়ে উঠেছে এই গবেষণা সন্দর্ভ।

মেয়েদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। সতের বছর বয়সে প্রথম বার বিলেত গিয়ে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা করে ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন,'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে।' সেই

থেকে তাঁর নারী সংক্রান্ত ভাবনার সূত্রপাত। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই ভাবনা বির্বতনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

নারী পুরুষের অধিকার বৈষম্য সব সমাজেই বর্তমান, আমাদের সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশে মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য রামমোহন রায়ই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সমাজ সংস্কারক না হয়েও নারীদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে মেয়েরা আজ যেভাবে চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথের সময়ে মেয়েরা কি তেমন করে ভাবতে অভ্যস্থ ছিল? তা নয়। নারী মুক্তির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়? কী ভাবে তিনি দেখেছেন নারীকে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে তিনি মেয়েদের নিজেকে দেখতে শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক আলোচনায় এসব কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ফেমিনিজ্‌ম্‌ বিরোধিতা অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভামিনী, বেগম রোকেয়া, আশালতা প্রভৃতি অনেকের লেখায় নারী চেতনার একটা নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সব লেখা ও মতামতের সঙ্গে অনেক সময় তাল মেলাতে পারেন নি। কিন্তু তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিশ্বাস করতেন। নারী সুলভ গুণের যতই প্রশংসা করে থাকুন, এটাও বুঝে ছিলেন যে কেবলমাত্র নারীত্বের চর্চা মেয়েদের ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে না। রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানুষের হয়ে ওঠা, গড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। সে মানুষ কি শুধুই পুরুষ মানুষ? মেয়েদের কি হয়ে ওঠা নেই? নেই সত্য সন্ধান, আত্মসন্ধান, অস্তিত্বের জটিলতার মুখোমুখি হওয়া? এই ব্যক্তি হয়ে ওঠার পথে মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন মানসিক শক্তির সহায়তা পায়? রবীন্দ্রনাথ যদি মেয়েদের জন্য সদর্থক প্রগতিশীল কোনো ভাবনা না ভাবতেন তাহলে কি আধুনিক কালের মেয়েদের কাছে এতটা প্রাসঙ্গিক থাকতেন?

যে সময়ে মেয়েদের পক্ষে বাইরের পুরুষদের সামনে বের হয়ে সামাজিকতা রক্ষা করা নিয়েও কথা উঠত সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের নিয়ে নাচগান নাটক করিয়েছিলেন। এইসব কর্ম প্রচেষ্টা তখনকার দিনে দুঃসাহসিক ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে এগিয়েছেন যে তার বৈপ্লবিক গুরুত্ব তেমনভাবে নজরে পড়ে নি। তাঁর গল্পে নাটকে কবিতায় উপন্যাসে প্রবন্ধও চিত্রকলায় বার বার দেখা দিয়েছে বিচিত্র সব নারী। তারা সকলেই প্রেমিকা কল্যাণী অনুপ্রেরণাদাত্রীর ভূমিকাটুকু কেবল পালন করে গেছে এমন কথা বলা যাবে না। বরং নারী সম্মন্ধে প্রচলিত ধারণার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ব্যক্তি - স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এক নারী প্রতিমা। সেইসব দীপ্ত নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের নিজেদের ভাগ্য জয় করবার তীব্র আকাঙ্খা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেয়েদের সমগ্র অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা মর্যাদা পেয়েছে এখানে সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।